যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৪৭

১/ বিবিধ

আরবী

افتتحت القرى بالسيف، وافتتحت المدينة بالقرآن

منكر

رواه العقيلي في " الضعفاء " (276) والقاضي الحسين بن محمد
الفلاكي في " فوائده " (ورقة 91 / 1 من مجموع 163) من طريق محمد بن الحسن
المخزومي: حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا
وقال العقيلي: " محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي قال ابن معين: ليس بثقة
، كان يسرق الحديث، وقال في موضع آخر: كان كذابا ولم يكن بشيء ". وقال
البخاري في " الضعفاء الصغير " (30) : " عنده مناكير ". وقال النسائي (27) : "
متروك الحديث ". ثم قال العقيلي: " لا يتابعه إلا من هو مثله أودونه
". وقال البزار في " مسنده ": " تفرد به ابن زبالة وكان يلين لأجله وغيره
". قال ابن رجب: " ومن الناس من اتهمه بوضعه، ومنهم من قال: وهم فيه
، هذا من كلام مالك نفسه، فجعله مرفوعا لسوء حفظه وعدم ضبطه، ومثل ذلك وقع
كثيرا لأهل الغفلة وسوء الحفظ غلطا لا تعمدا ". كذا في " هداية الإنسان "
لابن عبد الهادي (2 / 21 / 2) . ثم قال: " ومعنى هذا الكلام أن المدينة لم
يقاتل أهلها بالسيف وإنما أسلموا بمجرد سماع القرآن وتلاوته عليهم

বাংলা

১৮৪৭। তরবারীর দ্বারা গ্রামগুলোকে বিজয় করা হয়েছে আর মদীনাকে কুরআন দ্বারা বিজয় করা হয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ওকাইলী “আযযুয়াফা” গ্রন্থে (৩৭৬) ও কাযী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ফাল্লাকী তার “ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯১) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযুমী সূত্রে মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়শা (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযুমী সম্পর্কে ইবনু মা’ঈন বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি হাদীস চুরি করতেন। তিনি তার সম্পর্কে অন্যত্র বলেনঃ তিনি মিথ্যুক ছিলেন। তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী “আযযুয়াফাউস সাগীর” গ্রন্থে (৩০) বলেনঃ তার নিকট কতিপয় মুনকার রয়েছে। নাসাঈ বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস । অতঃপর ওকাইলী বলেনঃ শুধুমাত্র তার মত অথবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিই তার মুতাবায়াত করেছেন।

বাযযার তার “মুসনাদ’ গ্রন্থে বলেনঃ এটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এককভাবে বর্ণনা করেছেন ...।

ইবনু রাজাব বলেনঃ লোকদের (মুহাদ্দিসগণের) মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী করেছেন। কেউ কেউ বলেছেনঃ তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। এটি হচ্ছে মালেকের নিজের কথা, তার মন্দ হেফয এবং আয়ত্ত শক্তি না থাকার কারণে তিনি এটিকে মারফু বানিয়ে ফেলেছেন। অবহেলা আর মন্দ হেফযের কারণে এরূপ ভুল অনেকের পক্ষ থেকেই ঘটেছে, তবে তা ইচ্ছা করে নয়।

ইবনুল হাদীর “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থেও (২/২১/২) এরূপ এসেছে।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72730

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন